স্বপ্নান্তরের স্বপ্ন

শ্রীজাতা গুপ্ত

"But a dream within a dream...."

এক নদীতে দু'বার পা ডোবানো যায় না। জলধারা, চোরা স্রোত পরিবর্তনশীল। অবিকল এক বিন্দুতে নদী কখনও সাবলীল, কখনও খরস্রোতা। নদী কোনওদিন সূর্য মাখামাখি গুনগুনে উষ্ণ, অন্যদিন মেঘের ছায়ায় সান্দ্র।

বদলে যায় অভিজ্ঞতার ক্ষমতাও। স্নায়ুদের বয়স বাড়ে। দৃঢ় জোড়াশাল্মলি দুই পা ডুবিয়েছি, তা ক্রমশ অবশ হয়। ভিন্নতর হয়ে ওঠে জলের অনুভব, কলকল চলন। দিনে দিনে যেভাবে রুক্ষ হয়ে ওঠে প্রেমিকের স্পর্শ।

দৃষ্টি এক মুহূর্তে স্থির হয় ময়ূরপঙ্ক্ষী নুড়িপাথরের গায়ে। কখনও দূরের বজ্রাঘাত স্পৃষ্ট বনবাংলোয়। একই ব্যক্তির এই দুই মুহূর্তের নদী-অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। দৃষ্টিতে বদল ঘটে, দর্শনেও। বদলে যায় মন।

'দৃষ্টিপাত', এবং 'দেখা'... 'to look', and 'to see'... 'voir', et 'regarder'... প্রক্রিয়াগুলি শুরু হচ্ছে একই বিন্দুতে- আলো পড়ছে রেটিনায়, স্নায়ুদল চঞ্চল হয়ে উঠছে, বার্তা পাঠাচ্ছে মস্তিষ্কে। উলটেপালটে যেভাবে সম্ভব, মস্তিষ্ক দেখিয়ে দিচ্ছে ছবি। বস্তুর আকৃতি, প্রকৃতি, গভীরতা, থ্রি-ডি ফর্ম- এই দিয়ে গড়ে উঠছে আমাদের অভিজ্ঞতার জগৎ। Inception ছবির মত ভাঙছে গড়ছে ইমারত, সমুদ্রতটে গাড়িবারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসে আছেন ম্যারিওন কোতিয়ার্দ। সম্ভব! সব সম্ভব! মস্তিষ্ক যা দেখাতে চাইবে, মন তা'তে যতখানি মিশিয়ে দেবে পারিপার্শ্বিক, পূর্ব অভিজ্ঞতা, তাই দেখবে চোখ। সেই মুহূর্তের 'সত্য'! বস্তুজগৎ সেই দেখার সঙ্গে হুবহু মিলে যাবে, এমন তো কথা ছিলনা। বস্তু এবং বাস্তবের অস্তিত্বের ধরণ এবং আমাদের অবলোকনের মধ্যে আশ্চর্য্যজনকভাবে এই ব্যবধান থেকে যাচ্ছে বরাবর।

"What is it like to be a bat?"

উপরিউক্ত বাক্যটি তমাস নেজেল-এর। এই শীর্ষনামে তাঁর বিখ্যাত বই যার মূল বক্তব্য, বাদুড় কীভাবে জগৎ সংসার দেখে তা আমরা, অন্য এক প্রজাতির প্রাণীরা, কোনওদিন অনুধাবন করতে পারবনা। বিজ্ঞান দিয়ে বাদুড়ের ইকোলোকেশান ক্ষমতা আমরা পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ বর্ণনা করতেই পারি। তার ডানায় অ্যাডাপ্টিভ রেডিয়েশনের তকমা বসাতেই পারি। কিন্তু, বাদুড়-জন্মযাপনের অভিজ্ঞতা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এ তো গেল অন্য প্রজাতির কথা। অপর মানুষের অভিজ্ঞতা কি আমরা বুঝে উঠতে পারি সম্পূর্ণ?

ধরুন, যে শারদাকাশের দিকে চেয়ে আমার মনে হল, 'আহ! এমন সেরুলিয়ান ব্লু কখনও কি দেখেছি আর?', আপনার মনে হল, 'এমন অসম্ভব নীল!' আমাদের এই 'নীল' এর অভিজ্ঞতা কি এক? পাশাপাশি বসে যখন সূর্যাস্ত দেখব আমরা, অপরূপ বিষণ্ন কুয়াশা ঢেকে ফেলবে আমাদের দৃষ্টি। আমি ভাবব, আপনার বিষাদ আমার মত, আপনি ভাববেন, আপনার একান্ত বিষাদের সঙ্গে আমার আবেগের অবিকল মিল। আমরা জানব না একে অপরের বিষাদের আসল রূপ। এই 'qualia' আমাদের অভ্যন্তরীন। কোয়ালিয়া-র বিপুলতা ব্যক্ত করার ভাষা মানুষের নেই। উইটগেন্সটাইন যে Private language-এর কথা বলেছিলেন-তার আওতাভূক্ত এই অনুভূতি। মৌখিক বা শারীরিক ভাষায় এর তর্জমা অসম্ভব। অভিজ্ঞতার আসল ব্যাপ্তি খর্ব করে কোনওরকমে এক বিন্দুতে এনে শব্দরূপ দেওয়া হয়। সেখানে আমার আপনার বিষাদ নীল অভিজ্ঞতা এসে দাঁড়ায় মোহানার ধারে। বিশ্বাসের মোহানা।

নিজের অভিজ্ঞতার নিরিখে অন্যের মন অনুধাবন করে নেওয়া, সেই উপলব্ধিকেই সত্যি বলে জানা-এর চেয়ে বৃহৎ বিশ্বাসবোধ ও বিস্ময়পূর্বক ঘটনা বিরল। ক্ষুদ্র শব্দের বেঁধে দেওয়া অর্থবৃত্তে সমস্ত আবেগের একীকরণ, এই তো মানুষের মধ্যে মানুষের যোগাযোগ স্থাপনের একমাত্র ভিত! এর দ্বারা মানুষ ভালোবাসে, সহানুভূতিশীল হয়, ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়ে, হিংস্রতার বশীভূত হয়। Qualia-কে উপেক্ষা করে সরলীকরণের মাধ্যমে। ফলে, আমরা কেউ জানিনা কী দেখছি, কেউ জানিনা অপরজন কী দেখছেন। অথচ, আমরা অপরজনকে বুঝি। বোঝার সরলীকরণ করি।

কেট উইন্সলেট যখন জিম ক্যারিকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আকণ্ঠ বরফিলি লেক-এর উপর, হাঁটা যায় অনেকদূর, এমন বিশ্বাস কেট-এর। জিম ভাবছে, বিপজ্জনক! এই প্রাথমিক অবিশ্বাসের শীতলতা ভেঙে একবার যখন অনেকদূর যাওয়া যায়, বিশ্বাস জমাটবাঁধে। পায়ের তলার মরশুমি বরফের মত। Eternal

Sunshine of the Spotless Mind ছবির সেই দৃশ্যের কথা একবার মনে করি? পাশাপশি শুয়ে আছে দু'জন। আকাশের তারা চিনে নিচ্ছে। মিলিয়ে নিচ্ছে নক্ষত্রপুঞ্জের একজোট বেঁধে গড়ে ওঠা কাল্পনিক ইমেজারি। পরপস্পরের আবেগ মিলিয়ে নেওয়ার মত। কেট ভাবছে জিম দেখছে তার-ই তারামন্ডলি। জিম ভাবছে সে কেটকে দেখাচ্ছে তার ব্যক্তিগত নক্ষত্রনকশা। এই বিশ্বাসের উপর ভর করে আমরা দেখতে থাকি এই দৃশ্য। দর্শক দেখতে পাইনা আকাশ। রাতের আকাশ দেখা যায় কেট-এর নীলরঙা চুলে। দর্শক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ওরা উত্তরমেরুর আকাশের দিয়ে তাকিয়ে চিনে নিচ্ছে একে অপরের শীতকালীন কন্সটেলেশান। ছবির প্রেক্ষাপটে জমাটবাঁধা লেক-এর বুকে ফাটলচিহ্ন স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। আমার স্মৃতিতে এই দৃশ্যকল্পে ব্যাকগ্রাউন্ড ফোকাস বাড়তে থাকে। ওদের কথোপকথনকে নেপথ্যে রেখে আমি দেখতে পাই চৌচির বরফের বুকে নিত্যনতুন তারামন্ডল

ফুটে উঠছে। যেসব পুঞ্জের নামকরণ হয়না। গভীরে ভাঙন ধরে। উপরাংশে ভেসে ওঠে তারা। যেভাবে মেঘ কেটে গেলে আকাশ আচ্ছন্ন করে রাখে ছায়াপথ।

"To learn to see..."

ছায়াছবির কথায় আসি। ভেবেছিলাম, দেখা ছবির বাছাই দৃশ্যগুলি আরেকবার ঝালিয়ে নেব। নতুবা ভুল থাকবে এই লেখায়। একাধিকবার দেখা ছবি নতুন করে ধরা দিয়েছে এক এক দেখায়। এক নদীতে দু'বার পা ডোবানোর অসম্ভাব্যকে প্রমাণ করে একই দৃশ্যের, গল্পের, চিত্রনাট্যের, চরিত্রের রসাস্বাদন বদলে গেছে। বহুকাল আগে একবার দেখা ছবি নিয়েও সমরূপ ঘটনা ঘটে। সে ছবি দেখার পর মনের মধ্যে যখন ঘুরতে থাকে প্রিয় দৃশ্য, তাকে তখন হারিয়ে নতুন করে পাবার বেলা। পার্সেপশানের সঙ্গে অবলোকনের এই তো পার্থক্য। আমার মন এই পর্যায়ে ছবির অন্তর্নিহিত মনস্তত্ত্ব খুঁজতে শুরু করেছে। সেই অন্বেষণে ভাগ বসাচ্ছে আমার পূর্বস্মৃতি, সাময়িক আবেগ, ভবিষ্যৎ ধারণা। ফলে পর্দায় দেখা দৃশ্যের থেকে সরে যাচ্ছে এই খোঁজ। আমার কাছে ধরা থাকছে আমার মনের প্রতিফলন সেই দৃশ্যের প্রেক্ষাপটে। অথবা, কোনও দৃশ্য নিয়ে আলোচনা চলাকালীন বন্ধুর মন্তব্য সেই পূর্বদৃষ্টকে সমৃদ্ধ করছে।

ধরা যাক, 36 Chowringhee Lane ছবির শেষ দৃশ্য। নির্ভেজাল আড্ডার ছলে বন্ধু বলবেন, জেনিফারের প্রত্যাহত হেঁটে ফেরা নাকি বন্ধুর জীবনের সারমর্ম। এলপি রেকর্ডের মত তাঁর জীবনের অংশবিশেষ ধার করে চলে গেছেন প্রিয়জনেরা। যে অংশবিশেষের উপর অধিকার ছিল কেবল আমার বন্ধুর। পড়ন্ত বেলায় সে হঠাৎ দেখতে পাবে তাঁর আপনজন সেই জীবনাংশ সানন্দে ভাগ করে নিচ্ছেন তৃতীয় কোনও ব্যক্তির সঙ্গে। দূর থেকে মাথা নীচু করে ফিরে যাচ্ছেন আমার বন্ধু। এই প্রস্থানকালে তাঁর একমাত্র সঙ্গী ব্যক্তিগত ধর্ম, বিশ্বাস, আঘাত, যন্ত্রণা। অভিমান। পায়ে পায়ে নিঃশব্দে অনুসরণ করছে বন্ধুকে। যেমন জেনিফারের সঙ্গে কুকুরটি ছিল। যেমন, মহাপ্রস্থানের পথে সারমেয়টি। চিরযৌবনপ্রাপ্ত আমার প্রৌঢ় বন্ধু এই গল্প বলে চলেন, এক নিঃশ্বাসে আবদার রাখেন, এইসব গল্প যেন লেখা থাকে তাঁর এপিটাফে। আমি ছায়াছবির মূল দৃশ্য আর মনে করতে পারিনা। ভাবি, সেলুলয়েডে ফিরে মিলিয়ে নেবো? আর কি পুরনো দেখা নিয়ে ফিরতে পারব সেই ছবির কাছে? নিঃসঙ্গ জেনিফারের পরিবর্তিত রূপের উপর তিরতির কাঁপছে আমার বন্ধুর অবয়ব। যা মূল ছায়াছবির কল্পনাতীত। দৃশ্যবহির্ভূত দর্শনের জন্য উপযুক্ত চোখ এবং মন তৈরী করার জন্য হয়ত নিবিড় অনুশীলন প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। সে প্রশিক্ষণ আত্মানুসন্ধানের মাধ্যমে হতে পক্রে, সে অনুশীলন অজান্তে ঘটতে পারে। তবু, তার একটি নিগূঢ় প্রক্রিয়া আছে। কেবলই চোখ খুলে দেখলে সবখানি দেখা যায়না। চোখের অন্তরালে দেখা শিখতে হয়।

"....what's in the frame and what's out."

গল্পকার কী বলতে চেয়েছিলেন? সেই কাঙ্ক্ষিত গল্পকে কীভাবে পেলেন নির্দেশক? তাঁর চেতনা মিশে পর্দায় যা দেখাতে চাইলেন, দর্শক কি ঠিক সেইভাবেই বুঝলেন? ভিন্ন দর্সাহকের কাছে ভিন্ন মাত্রা পেল চলচিত্র। দেখার সময়, দেখার ঠিক পরে, দেখার অনেক পরে-টাইমলাইনের বিন্দুতে একটি সিনেমার একটি দৃশ্য

বিরাজ করছে ভিন্ন সাজে। রিয়্যালিটি বা বাস্তব, দুই-ই সম্পূর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। চূড়ান্ত সত্য বা চূড়ান্ত বাস্তব বলে কিছু হয়না, বিশেষ করে যে বিষয় ব্যাখ্যাভিত্তিক, তা প্রকৃতই বহমান, পরিবর্তনশীল। সময়মুখাপেক্ষী। অতএব, ফ্রেম-এর মধ্যে যেটুকু ধরা থাকবে, ফ্রেমের বাইরে চলচিত্রের বিস্তার অসীম। একটি লম্বা জার্নির মধ্যে দিয়ে ঘুরে এসে-অথবা, বলা যেতে পারে, সময় এবং পরিস্থিতির চলমানতার মধ্যে এম্বেডেড থেকে-দৃশ্যগুলি জাড়িত হয়। এমন কিছু দৃশ্যাবলির ব্যক্তিগত আখ্যান লিখব ঠিক করেছি। ফ্রেম থেকে বেড়িয়ে যারা হেঁটে এসেছে দীর্ঘ আয়ুপথ। বাস্তবের পর্দা ফুঁড়ে খানিক সিনেম্যাটিক ভঙ্গিমায় প্রবেশ ঘটেছে অবচেতনে।

"He's me pal"

মেরিল স্ট্রিপ নেমে আসছেন অবচেতনের রঙ্গমঞ্চে। বাস্তবের চার দেয়ালের মধ্যে কী ছিল? অভিজাত

রেস্তরাঁর বার-এ কোনওমতে দাঁড়ানোর জায়গা পেয়েছেন মেরিল আর জ্যাক। এক পাঁইট বিয়র জুটবে তাদের, সামান্য দিনমজুরি বা ছুঁড়ে দেওয়া চোদ্দ আনা তে সেটুকুই বিলাসিতা। রেস্তরাঁর সম্ভ্রান্ত জমি জুড়ে হাসিখুশি প্রেমিক-প্রেমিকা। গায়ে দামী পোষাক, আঙুলের ফাঁকে হোল্ডারে সিগারেট নামমাত্র অনুষঙ্গ। পুড়ে যাক, আরেকটা ধরানো হবে। এরকম আধপোড়া সিগারেটের শেষাংশ কুড়িয়ে নিয়ে নেশাযাপন করে মেরিল আর জ্যাক, তাদের ভবঘুরে, গৃহহীন জীবনে। শৌখিন সেই প্রেক্ষাপটে বেশভূষা, আদবকায়দা, মৌখিক ও শারীরিক ভাষ্য, মেথ-ক্লিষ্ট দাঁতের পাটি নিয়ে আমাদের মেরিল এবং জ্যাক দুজনেই বেমানান। কোনও এক দৈববিপাকে সান্ধ্যমঞ্চে মেরিলের ডাক পড়ে। বাস্তবের এই পরিস্থিতি মোটেই মেরিলদের pal নয়। সম্পূর্ণ অবন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়ায় মেরিল গান ধরেন। বেজে ওঠে পিয়ানো। শিকাগো ব্লু-স স্টাইলে ধীরে ধীরে মেরিলের গলায় উত্তাপ বাড়ে।

মঞ্চ থেকে নেমে আসেন শ্রোতাদের দরবারে। শ্রোতারা মুগ্ধ। এই তার দেয়াল ভেঙে খুঁজে পাওয়া অশরীরী পোর্টাল। অবচেতনে পদার্পণ। মুগ্ধ শ্রোতারা কেউ চোখ ফেরাতে পারেনা আত্মবিশ্বাসে ভরপুর মেরিলের থেকে। তাঁর শতচ্ছিন্ন ওভারকোটের পকেটে গাঁথা গার্ডেনিয়া চোখে পড়ে এবার। উপবিষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলীর ভুরভুরে সুগন্ধী ছাপিয়ে ওঠে হোমলেস মেরিলের বুকবিদ্ধ গার্ডেনিয়া। সঙ্গে মিশে যায় শ্রেণীবিভাজনের সুবাস; হোমলেস মানুষের শরীরে যে ভ্যাপসা, সোঁদা, ঘাম-মল-মূত্র মিশ্রিত গন্ধ দিয়ে প্রোফাইলিং করা যায়,

তার চিহ্ন থাকেনা এই সিনে। যে গন্ধ দর্শকের দিকে আলতো হাতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন বং জুন-হো-র Parasite ছবির ক্লাইম্যাক্স।

বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে আমাদের অবচেতন বাঁচতে চায়- যে পরিবেশ নিরাপদ, গ্রহণক্ষম, উদার, ঠিক তেমন একটি পরিবেশে সম্পূর্ণ গান শেষ করেন মেরিল। আমরা বিশ্বাস করি, তার ছেঁড়া টুপি, বিসদৃশ ব্যবহার ছাপিয়ে ভন্ড, দাম্ভিক, পরিশিলিত উচ্চসমাজ তাকে মেনে নিল কেবল পিয়ানোর সুরে উদ্দাত্ত কণ্ঠে গানের জোরে। Yes, he's me pal! গাইতে-গাইতে কখন গলা ধরে আসে। অপুষ্ট অযত্নের কণ্ঠস্বরে ফাটল ধরে। জ্যাকের কাছে পৌঁছিয়ে মেরিল পোর্টাল হারিয়ে ফেলেন। তাঁর কোনও শ্রোতা নেই। Ironweed ছবির অসম্ভব শক্তিশালী নামকরণের মতই আগাছা অস্তিত্ব নিয়ে মেরিল ফিরে আসেন বার কাউন্টারে। বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়। অলৌকিক এই যাত্রার সাক্ষী একমাত্র সেই গান, 'He's me pal'... এক মুহূর্তে আমাদের চোখের পলক পড়তে না দিয়ে জাদুবাস্তব ঘটিয়ে ফেলে কোনও স্পেশ্যাল এফেক্ট ছাড়াই। শ্রেণিহীন, বিচারহীন, অন্যায়মুক্ত ভেদাভেদহীন অস্তিত্বের মেয়াদ অবচেতনে ঘটে যাওয়া একটি গানের দৈর্ঘ্যে মাপা যেতে পারে। যার শেষ পংক্তিতে লেখা থাকে অপূর্ণ প্রেম। অমিমাংসা।

"It's like a whole orchestra, the piano for me."

মেরিলের গানের প্রেক্ষাপটে যে পিয়ানো বেজে উঠেছিল দৃশ্যের শেষ অবধি তা চলেছিল কিনা, মনে পড়েনা। স্মৃতি হাতড়ে বুঝি অন্য পিয়ানোর সুর ঢুকে পড়েছে স্ক্রিনে। ওয়ারশ শহরের রাজপথ বরাবর গোবেচারা বাড়ির সারাগায়ে ক্ষতচিহ্ন পিয়ানোর সুরে গমগম স্বরে বাজে। কোথাও হাঁ-করা ইঁটের দাঁতকপাটি পিয়ানো রিডের মত আলোছায়া মেখে মলিন হাসে। বিশ্বযুদ্ধের বোমা বারুদ গর্ত নিয়ে আজ তারা পাঁচতারা হোটেল বা কেতাদুরস্ত কফিশ্যপ অবতারে বিদ্যমান। ধ্বংসের হাহাকার ছাপিয়ে উত্তরণের ছাপ চতুর্দিকে, অন্যদিকে বিধ্বংসী সময়ের সাক্ষীবাহী। স্মৃতি বাঁচে মাথা উঁচু রেখে। পর্যটকের ভিড়ে মিশে একটু একটু করে সে শহর চিনি। জনবিরল গলিতে চোখের সামনে ঝলসে ওঠে The Pianist-এর শেষ দৃশ্য। আকাশ থেকে নেমে আসা হুটহাট বোমা তছনছ করে ফেলছে আস্ত একটি শহর, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে প্রাণ। আদ্রিয়াঁ তার মধ্যে আবেগশূন্য মুখে বাজনায় সুর তুলছেন। পিয়ানোর চাবিতে যতটুকু সময় আঙুল ছোঁয়ালে সুর সম্ভব, তার চেয়েও কম সময় প্রাণ ছুঁয়ে থাকছে জীবন। ছবি শেষের দিকে এগোচ্ছে, প্রতি নিঃশ্বাসে দর্শক ভাবছে অকালেই স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে বাজনা। আদ্রিয়াঁও জানেন, তবু থামছেন না। জীবন তাঁকে ছেড়ে যেতে পারে যে কোনও মুহূর্তে, কিন্তু তিনি জীবনকে ছেড়ে যাচ্ছেন না। নিজের কাজটুকু করে অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে মানুষ, তার বাইরে আর কিছুই নিয়ন্ত্রণে নেই। আদ্রিয়াঁ পারতেন কেবল পিয়ানো বাজাতে, আকুল বিশ্বাসে কাজটুকু আঁকড়ে ধরে তিনি মৃত্যুর মুখচুম্বন করেন, জীবনের বাহুডোরে।

Ivan's Childhood-এর অসামান্য দৃশ্যে প্রেমিক প্রেমিকার অভিসারের মত। বার্চ গাছের সারির অপূর্ব নির্জনতায় দুই টিলার উপর পা রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রেমিক, তার দুই হাত ধরে রাখছে প্রেমিকাকে, যার পা আর মাটিতে নেই। শূন্যে ভাসমান প্রেমিকার একমাত্র আশ্রয় প্রেমিকের হাত। প্রাণ ছুঁয়ে থাকা মুহূর্তের মত ঠোঁটযুগল ছুঁয়ে থাকছে একে অপরকে। কোমর থেকে হাত ছেড়ে গেলে, স্পর্শ সরে গেলে, থেমে যাবে পিয়ানো।

আসন্ন মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হলে মানুষ সুন্দর হয়ে ওঠে। শান্ত, ধীরস্থিরতা বিরাজ করে তার মুখে চোখে। প্রেমের মত, সঙ্গীতের মত বিমল হয়ে ওঠে মানুষের অস্তিত্ব। অনিশ্চয়তার কলহ কেটে গিয়ে প্রেমের প্রশান্তি নেমে আসে সারা শরীরে। যেমন আদ্রিয়াঁ-র অবয়বে ছিল, শেষ সুর-যাপনে। যেমন কেট-এর মুখে ছিল দৃঢ়তার আভাস- Revolutionary Road- ছবির শেষাঙ্কে। আত্মহননের সিদ্ধান্তের পর কেট-এর সমস্ত অস্থিরতা এসে মিলিত হয় এক বিন্দুতে। যেখানে তার নিজের সঙ্গে দেখা। সংসারে প্রাত্যহিক কাজকর্মের মত, নিপুণহাতে ব্রেকফাস্ট বানিয়ে সঙ্গীকে শেষ চুম্বনে বিদায় জানানোর পর কেট সমাহিত আত্মহননের সিদ্ধান্তটি নিয়েই ফেলেন। আদ্রিয়াঁর পিয়ানো আচমকা বোমা বর্ষণে থেমে গেছিল কিনা, আমি মনে রাখিনা; সৈনিকের প্রেমিকা চুম্বনচ্যুত হয়ে খাদে বিলীন হয়েছিলেন কিনা আমার জানা নেই। কেট আমাকে সেই স্থিতধী মৃত্যু চিনিয়ে দিয়েছেন। নিজের মুখোমুখি দাঁড়ানো শিখিয়েছেন।

"You live a new life for every language you speak"

অ্যালজেরিয়া নিবাসী এক র‍্যাবাই-এর একটি অতি পাকা বেড়াল পোষ্য ছিল। নিরলস প্রার্থণার বশে মানুষের ভাষা আয়ত্ত করে ফেলে। বলা বাহুল্য, Rabbi's cat-এর ভাষা-পরবর্তী জীবন ক্রমশ জটিল হয়ে ওঠে। Le chat du Rabbin ছবির অপূর্ব স্বপ্ন-দৃশ্যায়ন ফিরিয়ে নিয়ে যায় Private language এর কাছে। Le chat-এর স্বীকারোক্তি বলছে, তার মস্তিষ্ক যখন বেড়ালের ভাষায় ভাবত, তার স্বপ্নগুলো সহজ সরলরেখায় চলত। সারা ঘুম জুড়ে সে দেখত, একটি ইঁদুরকে তাড়া করে শেষপর্যন্ত তাকে চেটেপুটে খেয়ে বেড়ালজীবন সম্পন্ন করছে। মানুষের ভাষাশিক্ষা ইচ্ছাপূরণের পর বেড়ালের স্বপ্ন জটিলতর হয়ে উঠল। সে স্বপ্নে মৃত্যু দেখে, বিচ্ছেদ দেখে, হীনমন্যতায় ভোগে, প্রিয়জনকে হারিয়ে ফেলার ভয় পায়। এক একটি স্বপ্ন যেন নিত্যনতুন জীবনের প্রবেশপথ। নিত্যনতুন যন্ত্রণার উৎসস্থল।

সিনেমার ভাষাশিক্ষা হলে র‍্যাবাই-এর বেড়ালের পরিস্থিতি হয় আমাদের। সিনেমা দেখার চোখ তৈরী করতে হয় হয়ত, যে কথা শুরুর দিকে বলেছিলাম; অপরদিকে, সিনেমা চোখ তৈরী করে দেয় নতুন করে, সে কথাও প্রবলতর সত্য। এক একটি ছবি দেখার অভিজ্ঞতা যেন নতুন এক ভাষাশিক্ষার ক্লাস। শেষ হলে নতুন জীবনযাপন। উন্মোচিত হয় অবচেতনের কানাগলি। সেই অবচেতনের রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে বাস্তবের পথে ফিরে আসা ভাষাপ্রাপ্ত বেড়ালের সরলিকৃত ইঁদুরধরার স্বপ্নে ফিরে যাওয়ার মতই অসম্ভব।

আলোকচিত্র সূত্রঃ YouTube
Copyright © 2020 Shreejata Gupta, Published 31st Dec, 2020.

Shreejata Gupta studies the behaviour of monkeys and chimpanzees, in search of roots of our mind and the communication capacities, perhaps soon to explore human behaviour as well. In search of her own self, she travels. Discovering other cultures continues to introduce new languages, recipes, landscapes and ways of thinking to her, thereby adding the building blocks of her life.